গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.৮৯.০৮৯.২০১৬-৪৫৫ তারিখঃ ১৭/০৪/২০১৬

বিষয়ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরকার এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তকরণ।

সূত্রঃ জনাব মোঃ এরশাদুল হক ও অন্যান্যদের ১৬/০৩/২০১৬ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জনাব মোঃ এরশাদুল হক,পিতা-মৃত নাছির উদ্দিন, কনিকাড়া,নবীনগর হতে সূত্রে প্রাপ্ত আবেদনের ছায়ালিপি এসাথে প্রেরণ করা হলো। আবেদনে বর্ণিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরকার এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে ০২ পৃষ্ঠা।

(লুৎফুন নাহার) ১৭/৪/১৬
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

জেলা প্রশাসক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

অনুলিপিঃ

১. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

বিশ
টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

বরাবর
সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: মোশাররফ হোসেন সরকার এর ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বরাদ্দকৃত সরকারি টাকা ও কাবিখা এর খাদ্য শস্য আত্মসাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।

মহাত্মন

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ নবীনগর উপজেলার কনিকাড়া গ্রামের সাধারণ জনগণ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মো: মোশাররফ হোসেন সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর নিজ গ্রাম কনিকাড়ার জনগুরুত্ব সম্পন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ দেখিয়ে প্রকল্প তৈরী ও বরাদ্দ নিয়ে প্রকল্প কমিটির সভাপতি কে চাপ প্রয়োগ ও ভয় দেখিয়ে প্রকল্প কমিটির সেক্রেটারী তার আত্মীয় স্বজনদের কে দিয়ে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা/খাদ্য শস্য উন্নয়নের নামে সরকারী অর্থ অপচয় ও আত্মসাত করে যাচ্ছে। নিম্নে এগুলির বর্ণণা তুলে ধরা হল:

০১। ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপির) ৭,৩৫,০০০/- টাকা দ্বারা নিজ বাড়ীর উত্তর পাশে নিজেদের ব্যক্তিগত পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণের নামে সরকারি অর্থ বিধি বহির্ভূতভাবে অপচয় ও আত্মসাতে লিপ্ত রয়েছেন।

০২। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্থার (কাবিখা) কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত ৯.০০০(নয়) মে.টন খাদ্য শর্স দ্বারা কনিকাড়া দক্ষিণপাড়া আ: মালেক মিয়ার বাড়ি হতে সরকার বাড়ির দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং এর কাজের নামে ৩০% প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সিমেন্ট বালুসহ ২,০০০ ইট তার নিজ বাড়ির বিল্ডিং এর দুই পাশে সৌন্দর্য্য বর্ধন রাস্তা করেছেন যাহা প্রকল্প সভাপতিকে চাপের মুখে এবং তার আপন বড় ভাই প্রকল্প সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন সরকার বাবুল মিয়ার যোগ সাজশে আত্মসাত করেছেন।

০৩। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কাবিখার দ্বিতীয় পর্যায়ের ৯.০০০(নয়) মে: টন খাদ্য শস্য নবীনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন সরকারের বাড়ির দক্ষিণ পাশে মোবারক মিয়ার জমির দক্ষিণ পাশ হতে তার আপন বড় ভাই বাবুল মিয়ার পুকুরের পূর্ব পাশে মাটি ভরাট এবং তার আরেক বড় ভাই বাদল সরকারের নাম দিয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল নিজ বিল্ডিংয়ে স্থাপন করেছেন যাহা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে নগ্ন আত্মসাৎ।

০৪। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিইডির কিলিপ প্রকল্পের একটি রাস্তা ভাইস চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর বিল্ডিং এর পূর্ব পাশ হতে শুরু করে পুবের বাড়ি পর্যন্ত হওয়ার কথা এবং এই প্রকল্পের ব্লক এই রাস্তার এল আই সি শ্রমিকদলের সভাপতি নাজিমউদ্দিন সরকারের বাধাকে উপেক্ষা করে নিজ বাড়ির দক্ষিণ পাশে ব্লক লাগিয়ে রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ বাড়ি ঢেওয়ের হাত হতে রক্ষার জন্য সরকারি অর্থ অপচয়ে নগ্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যাহা বড় ধরনের আত্মসাৎ।

০৫। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) টেন্ডার আমাদের সময় পত্রিকায় ১১/০৩/২০১৬ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক জানতে পারলাম এবার তার আপন ফুফাত ভাই (ক) আবুল কালাম সরকারের বাড়ি হতে কনিকাড়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন। মুলত এখানে সড়কের কোন অস্তিত্ব নাই। (খ) কনিকাড়া দক্ষিণ পাড়া ফুল মিয়া সরকারের বাড়ি হতে কনিকাড়া পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তাটি সম্পূর্ণ জন চলাচলের উপযোগী থাকার পরও সড়ক উন্নয়নের নামে সরকারী অর্থ আত্মসাতের পায়তারায় লিপ্ত রয়েছে।

০৬। ভাইস চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন সরকার তার নিজ বাড়ির পুকুর উল্লেখিত ১নং প্রকল্পানুযায়ী ঘাটলার কাজ চলমান অবস্থায় একই পুকুরের উত্তর পাড়ে প্রাইমারি স্কুলের দক্ষিণ পাশে ডোবা মালিকদের ব্যক্তিগত মতামত উপেক্ষা করে আরও একটি পাকা ঘাটলা নির্মাণ দেখিয়ে সরকারী টাকা আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকায় যাহা ডোবা মালিকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট তাদের নারাজি দরখাস্ত প্রদান করেছেন যাহা অত্রের সাথে সংযুক্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে নবীনগর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের একজন মহিলা সদস্য এই গ্রামে রয়েছেন তারা কনিকাড়া গ্রামের হাইস্কুল ও প্রাইমারী স্কুলের পশ্চিম পাশে পুকুর সাইটে রিটার্নিং ওয়ালের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন এবং সেই মোতাবেক নবীনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম সাহেব দুটি বিদ্যালয়ের দুটি ভবন ঝুকিপুর্ণ অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুকুর সাইটে রিটেনিং ওয়াল ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি অর্থ দ্বারা করে দিবেন মর্মে কমিটমেন্ট করেছিলেন, যাহা খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন উক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে মতামত না দেওয়ায় তাহা অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও আমাদের অজান্তে সারা উপজেলায় বহু সরকারী বরাদ্দকৃত টিআরসহ অন্যান্য অর্থ আত্মসাতে লিপ্ত রয়েছেন। এই স্বনাম ধন্য উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন সরকার যাহা তদন্তে প্রমাণিত হবে।

অতএব মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন এই যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: মোশাররফ হোসেন সরকারের নিজ বাড়ি ও তার চার পাশের উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাত, আইনামলে বিচারের ব্যবস্থা করার বিহিতাদেশদানে মহোদয়ের যেন সদয় মর্জি হয়। ইতি তাং ১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রি:

বিনীত নিবেদকবৃন্দ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেওয়া গেল যথাক্রমে-

০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ নবীনগর নির্বাচনী এলাকা।
০২। মাননীয় সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। চেয়ারম্যান, দুদক, কাকরাইল, ঢাকা।
০৪। মাননীয় সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৬। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। পরিচালক, কাবিখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১০। উপ-পরিচালক, দুদক, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা।
১১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১২। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৩। উপজেলা প্রকৌশলী, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৪। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ণ কর্মকর্তা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৫। সম্মানিত উপজেলা পরিষদ সদস্য সকল .... নবীনগর উপজেলা।
১৬। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, নবীনগর উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

০১। মো: এরশাদুল হক
পিতা- মৃত নাছির উদ্দিন

০২। শামীম চৌধুরী
পিতা- মমিন চৌধুরী

সর্বসাং- কনিকাড়া
উপজেলা- নবীনগর
জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সংযুক্তিঃ ডোবা মালিকগণের না রাজি দরখাস্তের ছায়ালিপি।

ক্রমিক নং .... তারিখ ....
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
যুগ্ম-সচিব (অডিট)
যুগ্ম-সচিব (
উপ-সচিব (
সিঃ সঃ সচিব (
পার্সোনাল অফিসার
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্ম-সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ
20 MAR 2016

৮৮৫
৫/০৩/১৬

বরাবর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিষয়: কনিকাড়া দক্ষিণ পাড়া পূর্ব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে এডিপির অর্থে ব্যক্তি মালিকানা জায়গায় ঘাটলা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্ধ প্রদান না করার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন।

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মহাত্মন,

যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, নবীনগর উপজেলার কনিকাড়া গ্রামের পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে একটি ডোবা ও একটি পুকুর অবস্থিত। ইতোমধ্যে দক্ষিণ পাশে ডোবার সংলগ্ন পুকুরটিতে যথারীতি একটি ঘাটলা সরকারি অর্থে নির্মাণ করা হচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, ডোবার উত্তর পাড়েও আরও একটি ঘাটলা সরকারি অর্থে নির্মাণ করা হবে। উক্ত ডোবার ঘাটলা নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান ব্যক্তি মালিকানা। ডোবার জায়গাটি ভরাট করে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। ব্যক্তি মালিকানা জায়গায় ঘাটলা নির্মাণ করা হলে জন অসন্তোষ দেখা দিবে এবং অনেকগুলি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এমতাবস্থায়, ব্যক্তি মালিকানাধীন উল্লেখিত ডোবায় এডিপির এর অর্থে ঘাটলা নির্মাণ না করার জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ বা প্রকল্প অনুমোদন না করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

নিবেদক
কনিকাড়া দক্ষিণপাড়ার ডোবার মালিকগণের পক্ষে

তারিখ: ০৬/০৩/২০১৬ইং

স্বাক্ষর

১। আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন
২। হযরত আলী হযরত আলী
৩। ছায়েদ মিয়া ছায়েদ
৪। ইমন মিয়া ইমন মিয়া
৫। আনোয়ার আনোয়ার
৬। আহমদ আলী আহমদ আলী
৭। মাহাবুর মিয়া মাহাবুর
৮। নাজমুল মিয়া নাজমুল
৯। মোর্শিদ মিয়া মোর্শিদ মিয়া

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

১। চেয়ারম্যান
নবীনগর উপজেলা, নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
২। উপজেলা প্রকৌশলী
নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৩। নিজ কপি।